৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র – ১৯ ভাদ্র, ১৪২৭ ঃ ২৯ আগস্ট – ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 43, 29 AUGUST- 4 SEPTEMBER, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর **সাবস্ক্রাইব** করুন আমাদের **ইউ টিউব** চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : করোনা পরিস্থিতির পরে প্রথম ভোট বিহারে আগামী

নভেম্বরে। সংক্রমণ বিধি মেনে ভোট করাতে নির্বাচন কমিশনের ভাবনার অন্ত নেই। আপাতত ঠিক হয়েছে ভোটকর্মী ও ভোটার সবার জন্যই থাকবে কোভিড নিরোধক সরঞ্জাম। মনোনয়ন পর্ব হবে অনলাইনে।

রবিবার : চাপে পড়ে ভারতের বহুদিনের দাবি মেনে পাকিস্তান

জানাল দাউদ ইব্রাহিম আছে করাচিতে। তাহলে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন এতদিন মিথ্যা বলছিল পাকিস্তান? তার কোনও উত্তর নেই। আসলে সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তান ক্রমশঃই বেআব্রু হয়ে পড়ছে।

সোমবার : কোভিড টিকা নিয়ে গুজবের অন্ত নেই। আগামী ৭৩

দিনের মধ্যে সিরাম ইনস্টিটিউটের টিকা বাজারে আসার যে খবর ছড়িয়েছিল তাকে স্রেফ রটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইনস্টিটিউট। তারা জানিয়েছে কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই। পরীক্ষা সফল হলে এবং সবুজ সংকেত পেলে তবেই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে।

মঙ্গলবার : আলোচনা ব্যর্থ হলে লাদাখে চিন সীমান্তে সামরিক

পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে ভারত। একথা জানিয়ে দিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আগের অবস্থা ফেরাতে চিন রাজী না হলে সবক শেখাতে প্রস্তুত ভারত।

বুধবার : কোভিড বিধি মেনে ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হবে সংসদের

বর্ষাকালীন অধিবেশন। দূরত্ব বিধি মেনে বসবেন সদস্যরা। রাজ্যসভার অধিবেশনের সময় ৬০ জন বসবেন চেম্বারে, ৫১ জন গ্যালারিতে এবং বাকি ১৩২ জন লোকসভায়। থাকবে অনুরূপ ব্যবস্থা হবে লোকসভাতেও।

বৃহস্পতিবার : ইতিমধ্যে দেশে সংক্রমণের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩০ লক্ষ।

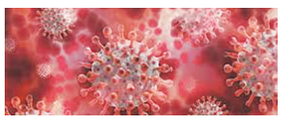

মৃত্যু ৬০ হাজার। তার মধ্যে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে শেষ দফার আনলক পর্ব। রাজ্যগুলির উপর বিধি তোলার দায়িত্ব ছেড়েছে কেন্দ্র। এই পর্বে ট্রেন, মেট্রো এমনকি কিছু বিমানে আপত্তি নেই এই রাজ্যের, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার : জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও নিট পরীক্ষার দিনক্ষণ দিয়ে শুরু

হয়েছে শাসক–বিরোধী তরজা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো কোভিড পরিস্থিতির মাঝে পরীক্ষার দিন স্থির হওয়ায় বদলের জন্য একজোট বিরোধীরা। যদিও বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীই ডাউনলোড করে ফেলেছে অ্যাডমিট কাড

সবজান্তা খবরওয়ালা

পথযন্ত্রনার রোজনামচা

মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ এসইউসির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন এসইউসির। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকের বেহাল রাস্তার সংস্কার ও নদী বাঁধ পুনর্নির্মাণের দাবিতে বিভিন্ন রাস্তায় বুধবার অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখায় এসইউসির কর্মীরা।এদিন সকাল

১০ টা থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু হয় কুলপি রোডের উপর জয়নগর থানার সরবেড়িয়া, দক্ষিন বারাসাতের মগরাহাট মোড়, জয়নগর মজিলপুর পুরসভার মিত্রগঞ্জের মোড়, জয়নগর–জামতলা রোডের বকুলতলা থানার নতুনহাট, পদুয়া–ঢাকি রোডের পদুয়া মোড় ও কুলতলি থানার চুপড়িঝাড়া, সিকির হাট, ক্যানিং থানার গোপালপুর, হেঙোভাঙা, ঘুটিয়ারি শরিফ, রায়দীঘি রোডের কাশিনগর।

এরপর তিনের পাতায়

আমতলায় অবরোধ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানা অন্তর্গত আমতলার সিংহীর মোড়ের কাছে

নিবারণ দত্ত রোডের বেহাল অবস্থা। রাস্তার পিচ উঠে যাওয়ায় এবড়ো খেবড়ো অবস্থা তৈরি হয়েছে। প্রায় এক হাঁটু জল জমে আছে।এই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়েছে। প্রতিদিনই নিত্যযাত্রী মানুষদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। গাড়ি চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গত ২৫ আগস্ট ওই পথে যখন বিধায়ক তথা জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি সওকাত মোল্লা আসছিলেন, তখন স্থানীয় জনগন রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তারা বিধায়ককেও আটকে দেন। তারপর বিধায়ক ও পুলিশ রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলে জনগণ অবরোধ তোলেন। এই প্রসঙ্গে জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, টিএমসি সরকারের ১০০ শতাংশ উন্নয়নের প্রতিফলন আর কত দেখবে বঙ্গবাসী।

কড়া নজরে ডেঙ্গু, চিন্তা বাড়াচ্ছে ম্যালেরিয়া

বরুন মণ্ডল : চলতি বর্ষে কলকাতায় এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ জন। সংখ্যাটা গতবারের তুলনায় অনেকটা কম হলেও, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে পুর স্বাস্থ্য দফতর যাতে ঢিলেমি না দেয়, সে বিষয়ে সদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। তবে এবার ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব তেমন না থাকলেও গত জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত 'ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া'য় আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে ৬০০–র দোরগোড়ায়। শুধু তাই নয়, গত কয়েক সপ্তাহে ডেঙ্গুর তুলনায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের রিপোর্ট বেশি করে আসছে বলে পুর সূত্রে খবর। গত কয়েক সপ্তাহে

যেভাবে অবিরত বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন পুর পতঙ্গবিদরা। তাদের বক্তব্য, বড়ো পরিসরে জল জমলেই সেখানে জন্ম নিতে পারে ডেঙ্গু রোগের জীবাণু বহনকারী 'অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই' প্রজাতির মশার লার্ভা। সে কারণেই রাস্তার গর্তে বা বড়ো কোনও জায়গায় যাতে জল নাজমে সেদিকে নজর দেওয়ার কথা বলেছেন পতঙ্গবিদরা। পুরসংস্থার ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার ড. দেবাশিস বিশ্বাসের বক্তব্য, বাড়ির ছাদ বা নির্মীয়মান বহুতলগুলিতে নিয়মিত ভিজিট চলছে। ড্রোনে নজরদারি চলছে। সে কারণেই এবার আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কম। করোনা আবহে জনগণও অনেকটা সজাগ সচেতন।

এরপর তিনের পাতায়

বাঁধ পরিদর্শনে সেচ আধিকারিকরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : কয়েক দিনের ভরা কোটাল ও টানা বৃষ্টিতে সুন্দরবনের বেশি ভাগ এলাকা জলমগ্ন। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সাগরদ্বীপের বহু অঞ্চল। গত দুই দিনে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে সাগরের ফুলবাড়ি, সুমতিনগর, বঙ্কিম নগর, বোটখালি সহ একাধিক এলাকা। এই সমস্ত এলাকায় কোথায় বাঁধ ভাঙে কোথাও বা বাঁধ টপকে নোনা জলে প্লাবিত হয়েছে একের পর এক গ্রাম। ভেঙেছে বেশ কিছু কাঁচা বাড়ি । ঘর ছাড়া প্রায় ২৫০ পরিবার কে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে এসেছে প্রশাসন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বিগত কয়েক বছর বাঁধের মেরামত হয়নি সেরকম ভাবে। গত আমফানের ঘূর্ণিঝড়েও এই সমস্ত বাঁধে ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাঁরা বলেন, শুধুমাত্র মাটি দিয়ে

সাগর

বাঁধের মেরামতি করেছে প্রশাসন। তাদের চায় অবিলম্বে স্থায়ী বাঁধ তৈরি করতে হবে।এই পরিস্থিতিতে ভাঙা বাঁধগুলি পরিদর্শনে আসেন সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা।

তিনটি দলে ভাগ হয়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা বিভিন্ন অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখেন। সাউথ ডিভিশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় কুণ্ডু বলেন, খুব তাড়াতাড়ি পাকা বাঁধের কাজ শুরু হবে। সব ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ জেনে নিয়ে সেচ দপ্তরকে রিপোর্ট দেওয়া হবে।

মাটি দিয়ে বাঁধ মেরামতের কথা কার্যত শিকার করে নিয়ে সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের পরে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের কাজ চলছিল তারই মধ্যে এই বিপর্যয়ে সাগরে প্রায় ২২ কিলোমিটার নদী বাঁধ সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতি হয়েছে। আগামী দিনে কত দ্রুত এই বাঁধ স্থায়ী ভাবে নির্মাণ করা হয় সেই দিকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাগরবাসীরা।

বেহাল জয়নগর ও কুলতলি রোড, বাড়ছে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে মুষলধারে বৃষ্টি চলছে, তার উপর বেহাল রাস্তা গোচরণ থেকে সাউথ বিষ্ণুপুর হোক বা কুলতলি থেকে জয়নগর । মানুষের যাতায়াতের দুর্যোগের শেষ নেই। একে দীর্ঘদিন ধরে চলা লকডাউনের কারণে মানুষের হাতে টাকা নেই, কাজ নেই। যেটুকু কাজ চলছে তাতে ট্রেন চলাচল না থাকায় পুরোপুরি সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের। আর যাতায়াতের রাস্তাই এখন সব থেকে বিপদ জনক, কষ্টকর। জন প্রতিনিধিদের কোনও নজর নেই এই রাজ্য সড়কের উপর। আর তার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বেহাল রাস্তায় প্রতি দিন বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। সোমবার সকালে জলমগ্ন বেহাল রাস্তায় মোটর ভ্যান উল্টে বেশ কয়েকটি নৌকা জয়নগরের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল বেশ কিছুক্ষণ। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ বিদ্রুপ চলছে, যে এবারে জয়নগরের

রাস্তায় নৌকা চলবে।

প্রতিদিন জয়নগর মিত্রগঞ্জের কর্মব্যস্ত মোড়ে অটো, টোটো, মোটর সাইকেল, মোটরভ্যান, লরি উল্টে বিপদ ঘটাচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

ব্রিজ সংস্কারের চলছে শম্বুক গতিতে

১৩ কিমি রাস্তার ভাড়া ৮০ টাকা!

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ব্রিজের কাজ চলছে শম্বুক গতিতে! আর ১৩ কিলোমিটার রাস্তায় যাতায়াত খরচ মাত্র ৮০ টাকা! অবিশ্বাস্য হলেও এটাই বাস্তব। খোদ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী শহর কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে।ক্যানিং থেকে হেড়োভাঙা পর্যন্ত মাত্র ১৩ রাস্তা যাতায়াত করতে সাধারণ দিনমজুর থেকে সরকারি

কর্মচারীদের কে ৮০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। ৮০ টাকা খরচ হলেও শান্তি নেই! সন্ধ্যা ৭ টা বাজলেই ৮০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করতে হয় যাতায়াতের জন্য। বিগত করোনার আগেই এই ক্যানিং–হেড়ো ভাঙা রোডে যাতায়াত ভাড়া ছিল ৩৪ টাকা।করোনা তান্ডবের পর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রীদের নিয়ে অটোগুলি যাতায়াত করার কথা। আর সেই কারণে ৩৪ টাকা ভাড়ার পরিবর্তে একলাফে বেড়ে দাঁড়ায় ৬০ টাকা। সামাজিক দুরত্ব দূরঃঅস্ত! আইন কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক একটি যাত্রীবাহী অটো ৬–৭ জন যাত্রী নিয়ে অবাধে যাতায়াত করছে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায়।অথচ গরিব মানুষের পকেট কেটে ভাড়া দ্বিগুণ হয়েছে।

এরপর তিনের পাতায়

ভোটবদল না ভোলবদল

পার্থসারথি গুহ : ভোটের আগে নিজেদের ঝাড় পোঁছ করে তকতকে করে তুলতে ব্যস্ত রাজ্যের প্রতিটি রাজনৈতিক দল। এরমধ্যে শাসক দল তৃণমূলও কোনও অংশে কম নয়। সঙ্গত কারণেই তাদের এই ঘর গুছানোর পালায় গেম প্ল্যান একটা বড় বিষয়।

ওল্ড ওয়াইন ইন আ নিউ বটল এর মতো লোগোতেও তৃণমূল বড়সড় পরিবর্তন এনেছে। কংগ্রেস শব্দটি বিসর্জন দিয়ে এখন শুধুই তৃণমূল। এ যেন মেদ ঝরিয়ে নিজেদের বাইসেপ ট্রাইসেপগুলো ঝালিয়ে নেওয়া।

আরও একটি বড় চমক নিশ্চয়ই শাসক দলের ভোট ম্যানেজার প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বে ঘাসফুলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ। যে তৃণমূল কংগ্রেস হাজারো সংগ্রামের মধ্যে গড়ে উঠেছে, সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম

আন্দোলনকে সামনে রেখে এগিয়েছে তার মূল স্থপতি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা একটা ছোট বাচ্চাও জানে।

সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দিতে হচ্ছে কিনা প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বে। লোগো পরিবর্তনের মতোই বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই মুখ বদলও নিঃসন্দেহে রাজনীতির ময়দানে এক বড় চমক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, যখন কোনও রাজনৈতিক দল ব্যাপক চাপের মুখে থাকে তখন মাঝেমধ্যেই এমন ধারার বদল সংগঠিত হয়। আসলে দলের যে অংশের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ সেদিক থেকে নজর ঘোরাতেই এই ধরনের পদক্ষেপ করা হয় রাজনীতিতে।

এরপর তিনের পাতায়

গাড়োয়ানদের কৌতুক শুনে শিখতেন আমার বাবা

'মাসিমা মালপুয়া খামু' – এই কথাটা শুনলেই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার বাঙাল কথা শুনলেই এক মুহূর্তের জন্য হলেও চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই মানুষটির ছবি। যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বাড়িতে মালপোয়া হলে একবার না একবার কেউ না কেউ এই সংলাপটি বলে উঠবেনই। এটাই হয়তো এই হাসির মহারাজার ক্যারিশমা। চলচ্চিত্রে স্বর্ণযুগের আর এক নক্ষত্র এই সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কমেডি সিনেমারও যে হিরো হতে পারে তা প্রমাণ করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাবলীল অভিনয়, চোখের চাহনি সংলাপ বলার ধরন ছিল অনবদ্য। একবারও মনে হতো না যে জোর করে হাসাচ্ছেন। পর্দায় তাকে দেখা গেলেই দর্শক হেসে উঠতেন। আসলে হাসতে তো সবাই পারে।কিন্তু হাসাতে পারা খুবই কঠিন। বিভিন্ন ছবিতে কিছু সিরিয়াস ভূমিকাতেও তাকে দেখা গিয়েছে কিন্তু দর্শক তার অভিনয় দেখে কাঁদতে যায় না হাসতে যায়। এই উপলব্ধির পরে তিনি কমেডিয়ান হিসাবেই নিজেকে তুলে ধরছেন। তাঁর হাস্য কৌতুকের রেকর্ড পুজোয় বের হতো এবং শ্রোতারা তার জন্য অপেক্ষা করত। মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অনবদ্য। সবার সাথেই খুব সহজেই মিশে যেতে পারতেন। জীবনের প্রথম দিকে অনুশীলন সমিতির হাত ধরে দীনেশ গুপ্তর সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানেও তিনি নেমেছিলেন। তাঁর মেয়ে বাসবী ঘটক বলেন, 'বাবা অভিনয় না এলে হয়ত স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেও দাগ কেটে থাকতেন। বাঙালি যতদিন হাসতে চাইবে ভুলবে না ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই মানুষটিকে নিয়েই লিখছেন তাঁর পুত্র গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার বাবা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের নাম নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ২৬ আগস্ট ২০২০ বাবার শততম জন্মদিবস পালন করলাম। ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে বিশেষ দেখা হতো না। কারণ বাবা এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে আমি ঘুম থেকে ওঠার আগে বেরিয়ে যেতেন আর রাত্রে ঘুমোনর পর তিনি বাড়ি ফিরতেন। প্রথমে দশটা বছর ঠিক এমনভাবেই কেটেছে আমার. ওই রোববার ছুটির দিনে একটু আধটু দেখা হতো এছাড়া বিশেষ দেখাই হতো না। বাবার সাথে বিশেষ দেখা বা গল্প হয়েছে বাবার শেষ পাঁচ বছরের দিকটায়। সেই সময় যা জেনেছি আমার বাবা সম্পর্কে এই সিনেমা থিয়েটার বা অভিনয়ের প্রতি যে আকর্ষণ সেটা বাবা ঢাকাতে থাকতেই। পাড়ায় যত রিহার্সাল বা নাটক টাটক হতো বাবা সেখানে যেতেন তাছাড়াও আমার ঠাকুরমার আত্মীয় ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সেটা বাবাকে খুব প্রভাবিত করেছিল অভিনয়ে আসতে। এছাড়াও আমার দাদু একসময় এই ১৯০৪/০৫ সাল হবে শিশির ভাদুড়ির প্রাইভেট টিউটর ছিলেন এই দুটো জিনিস বাবাকে উদ্ভুত করেছিল এই অভিনয় জগতে আসবার জন্য। আর বাবার কমিক সেন্সটা এসেছিল ওই ঢাকাইয়া কুট্টিদের সাথে মিশে। সদর ঘাটে যে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা আছে তাদের সাথে মিশে। কারণ তাদের খুব ভালো কমিক সেন্স। প্রথম দিকে ছোটবেলায় বাবা যে নাটক করতেন তাতে বেশিরভাগটাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। এছাড়াও বাবা আবৃত্তি করতেন। জসীমউদ্দিন ছিলেন তাঁর শিক্ষক। ছোট থেকে তিনি যখন কবিতা আবৃত্তি করতে মঞ্চে উঠতেন সকলে চেঁচিয়ে বলত, এই তুই কমিক কর তোর কমিক ভালো লাগে।' ঢাকাই কুট্টিদের ওই কমিকগুলোই বাবা সদর ঘাটে বসে থাকতে থাকতে তুলে নিতেন আর মঞ্চস্থ করতেন। পরবর্তী কালে বাবা ১৯৩৮ সালে ঢাকা রেডিওতে যোগ দিয়েছিলেন সেখানে দুনিয়ার হাল বলে একটা ফিচার করতেন। তাতে বাবা কমিক বা ওই রকম জাতীয় কিছু উপস্থাপনা করতেন।

কলকাতায় ফিরে তিনি যখন আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করছেন তখন অফিস পাড়ায় নাটক করে বেড়াতেন আর স্ট্যান্ড আপ কমিক যাকে আমরা ক্যারিক্যাচার বলি সেটা বাবা করতেন। বলতে গেলে স্ট্যান্ড আপ কমিক ভারতবর্ষে প্রথম বাবা আর জহর রায় এরাই এনেছেন। ওই নিজের থেকে বানিয়ে 'ইনপ্রম্পটু' মানে কোনও একটা বিষয় নিয়ে তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলা প্রথম বা

জহর রায় আর অজিত চ্যাটার্জীরাই করেন। তার আগে কমিক গান হতো। কলকাতায় তিনি প্রথম যে রেডিও নাটক করেন সেটা হচ্ছে চিকিৎসার সংকট। তিনি কবিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ওই নাটকটিতে ইন্দু মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। বাবা তাকে খুব পছন্দ করতেন। বাবা যাঁদের গুরু বলে মানতেন সেরকম কয়েকজন হলেন অভিনয় জগতে শিশির ভাদুড়ী, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখার্জী। তুলসী লাহিড়ীকে বাবা খুব পছন্দ করতেন। কেননা তুলসীবাবু ভার্সেটাইল জিনিয়াস ছিলেন। তিনি সুরও দিতে পারতেন গানও লিখতে পারতেন আবার কমেডিয়ানও ছিলেন। বাবার প্রথম সিনেমা নামা হচ্ছে জাগরণ ছবির মাধ্যমে। সেখানে বাবার একটা একদিনের পাট ছিল। তারপরের ছবি হচ্ছে 'যা হয় না' নামে একটা ছবি। সেই ছবির শ্যুটিং হয়েছিল ১৯৪৬ সালে আর রিলিজ হয়েছিল ১৯৪৮ কি ৪৯ সালে। এর আগে ধরতে গেলে প্রথম রিলিজ হওয়া ছবি যাতে তার দুদিনের পাট ছিল। তবে প্রথম বাবার নাম হলো সত্যেন বোসের বরযাত্রী ছবির মাধ্যমে। তাতে তিনদিনের পাট ছিল। তবে যে ছবিটা সব থেকে বেশি হিট করল এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন তিনি সেটি হলো 'পাশের বাড়ি' ১৯৫২ সালে সুধীর মুখার্জীর সিনেমা। আর সে বছরই নির্মল দে'র 'বসু পরিবার' ছবিটিও রিলিজ করল। ওই বসু পরিবার ছবিতে বেস্ট কমেডিয়ানের খেতাব পেলেন বাবা। ওই থেকেই শুরু হল এবং তারপর দশবার বেস্ট কমেডিয়ানের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিনি। এরপর ২৫০–র বেশি ছবি করেছেন বাবা ১৯৮২ সাল অবধি। ১৯৮৩ সালে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর তেমন কিছুই করতে পারলেন না আর সেই বছরই মারা গেলেন। এছাড়া বাবা থিয়েটারও করেছেন। প্রথম থিয়েটার হল 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। সেটা হয়েছিল রঙ মহলে। তারপর মাসিক মাইনেতে যে থিয়েটার করেছেন সেটা হচ্ছে 'শ্যামলী'। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত থিয়েটার করেছিলেন। সেই বছর থেকে খুবই ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি কারণ ১৭/১৮টা ছবি করেছেন বছরে। এরপর বছরে ১০০/১৫০ ফাংশন করতেন তখন চাকরিটাও ছেড়ে দিলেন। ১৯৫৮ সালে থিয়েটার ছাড়ার আর একটা বড় কারণ হলো ওনাকে বম্বে যেতে হয়েছিল 'বন্দিশ' ও 'এক গাঁও কি কাহানী' দুটি ছবির শ্যুটিংয়ের জন্য। আবার ১৯৫৯ সাল থেকে স্টারে জয়েন করেন। এই মোটামুটি অভিনয় জগৎ আর পারিবারিক জগৎ নিয়ে লিখলাম কারণ বাবাকে নিয়ে লিখতে বসলে লেখার শেষ হবে না।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২৯ আগস্ট – ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০

আগে জীবন পরে শিক্ষা

সম্প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে আনলক ৪-এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি খোলার জন্য নানা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কোনও কোনও মহল থেকে এমন ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে যে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিনা কাজে বেতন নিচ্ছেন। এই ধরনের একটি অজ্ঞতা প্রসূত ধারণার নেপথ্যে কমবেশি একটি সামাজিক ব্যাধি কাজ করছে। রাজনীতিকরা যে কাজ করতে পারেন দায়িত্বশীল শিক্ষক সমাজ কিংবা প্রশাসন সে কাজ করতে পারেন না।

এখনও পর্যন্ত লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা অধিবেশন হয়নি। যদিও কমবেশি সব রাজনৈতিক দলই জনসমাবেশ ঘটাতে বাধ্য হচ্ছেন রাজনৈতিক কারণে। লোকসভা, বিধানসভা না খুললেও তেমন উদ্বেগ তাদের নেই যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলগুলি তাদের সাধ্যমতো অনলাইন ক্লাস নিয়মিত করে যাচ্ছেন। স্কুল গুলিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার্থী না থাকলেও শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপস্থিত হতে হচ্ছে। লোকাল ট্রেন না চলাতেও নানা কষ্ট স্বীকার করে তারা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। কারণ মিড ডে মিলের রেশন, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের নতুন সেশনে ভর্তির জন্য শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে আসছেন।

এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশ সময় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিও অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে স্কুল খোলার ভাবনা অত্যন্ত বিপদজনক। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সে সম্ভবনা অত্যন্ত প্রবল। যদিও কিশোর মনে সামাজিক সচেতনতা কঠোরভাবে পালন করানো সম্ভব নয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে করোনা সক্রমণের সম্ভাবনা ঝুঁকিপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে কোনও একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয় পঠন পাঠন করানোর সিদ্ধান্ত দ্রুত সরকারি হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়েছে। দেশে কোমলমতি ছাত্রীছাত্রীরা যদি করোনা আতঙ্কের শিকার হয় কিংবা করোনাগ্রস্ত হয় তাহলে শুধু পরিবারের ক্ষতি নয় সমাজের ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শিক্ষাদানের পর্ব সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে আপাতত যেমন চলছে চলুক, নতুন ভাবনা চিন্তার পাশাপাশি এখনও বিদ্যালয়গুলি খুলে দিলে তা এক ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্ত হবে। করোনার উর্দ্ধমুখী গ্রাফ কোথায় থামবে তা এখনও জানা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের কথা ভেবে এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিলে ব্যাপক ভাবে সংক্রমণ শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নয় তাদের পরিবারের আপনজনেরাও আক্রান্ত হতে পারে।

পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে আলাদা ভাবে শিক্ষাদান করার জন্য সরকার থেকে স্মার্ট ফোন দেওয়া সম্ভব হলে বর্তমানে শিক্ষা দান কর্মসূচি কিছুটা হলেও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো এবং শিক্ষার্থীদের আর্থিক অবস্থান গত কারণে সুবিধাজনক জায়গায় থাকলেও আগামী দিনে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রীদের অন লাইন ক্লাসের উপযোগী সরঞ্জাম প্রদান করা তা সরকারের ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। ইতিমধ্যে ছাত্রছাত্রীরা সাইকেল, খাতা বইপত্র ফ্রিতে পেয়ে থাকে। প্রয়োজনে শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন ঘটলে ভবিষ্যতে চাকরির বয়স সীমা বৃদ্ধি করলে বর্তমানে আতঙ্ক অনেকটাই লাঘব হবে। শিক্ষা শিক্ষার্থী ও অভিভাবককূল স্বস্তি পাবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সাত

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূত্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ।।৭।।

আমাদের কর্মফলকে অবশ্যই শ্রীভগবানের স্বার্থ সাধনে নিয়োগ করতে হবে- অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কেবলমাত্র সেবার দ্বারা ভগবানের স্বার্থ সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা আত্মভূত স্বার্থ উপলব্ধি করতে পারি, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বর্ণিত আত্মভূত স্বার্থ এবং ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) বর্ণিত ব্রহ্মভূত স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। পরম আত্মা হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, আর অণু আত্মা হচ্ছে জীব। পরমাত্মা একাই স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবসমূহকে প্রতিপালন করেন, কেন না পরমেশ্বর ভগবান তাদের প্রীতি-ভালবাসার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চান। পিতা তাঁর সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করেন এবং তাদের প্রতিপালন করে আনন্দিত হন। সন্তান-সন্ততি পিতার অনুগত এবং বাধ্য হলে একই স্বার্থে সুখময় পরিবেশে পারিবারিক জীবনধারা স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়। একই পদ্ধতিতে পরমাত্মা, পরব্রহ্মের পরম পরিবারও অপ্রাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রিত।

স্বতন্ত্র আত্মার মতো পরব্রহ্মও একজন সবিশেষ ব্যক্তি। ভগবান বা জীবেরা কেউই নিরাকার বা নির্বিশেষ নন। এই প্রকার অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। সেটিই চিন্ময় সত্তার প্রকৃত স্বরূপ। যেমাত্র কেউ এই অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত হয়, তৎক্ষণাৎ সে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে। তবে এই ধরনের মহাত্মা জগতে দুর্লভ, কারণ বহু জন্মের সাধনায় এই প্রকার অপ্রাকৃত উপলব্ধি অর্জিত হয় (গীতা ৭/১৯)। একবার এই অপ্রাকৃত চেতনা লাভ হলে এই মায়া, মোহ, দুঃখ এবং যন্ত্রণাপূর্ণ জীবন-মৃত্যুর ধারার অবসান ঘটে। শ্রীঈশোপনিষদের এই মন্ত্র থেকে আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করি।

ফেসবুক বার্তা

ভগবান কি আমাদের খেতে দেয়?

কিভাবে ভগবান মানুষকে তার প্রয়োজনের সব কিছুই সরবরাহ করেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

আজকাল পথে ঘাটে সর্বত্রই এক শ্রেণীর মানুষ প্রশ্ন করে, ভাগবানকে ডাকলে ভগবান কি খেতে দেয়, না চাকরি দেয়। তার চেয়ে মন্ত্রীদের পায়ে তেল দিলে খাবার জুটবে, চাকরি জুটবে। অপরাধ করলে কোন শাস্তি হবে না। আরও কত কি পাওয়া যায়। সুতরাং ভগবানকে ডাকার কোনও দরকার নেই। সারা জীবন ভগবানকে না ডাকলেও চলে যাবে।

আসলে এই সকল চিন্তাগুলি আসুরিক চিন্তা। সৃষ্টিকর্তা (১) সুর অর্থাৎ দেবতা (২) অসুর মানে দৈত্য আর (৩) মানুষ নামে তিনটি বিশেষ ধরনের প্রজাতি তৈরি করেছেন।

সুর বা দেবতা তাঁরা-যারা তাদের যিনি স্রষ্টা অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' তাকে মেনে চলেন, সম্মান করেন। অসুর তারা যারা স্রষ্টা ভগবান কৃষ্ণকে মেনে চলে না। শুধু তাই নয়। অসুররা কৃষ্ণের শুধু বিরোধিতা করে ক্ষান্ত থাকে না। তারা তাকে হত্যা করার জন্য নানান রকম ষড়যন্ত্র করে। যেমন, রাবণ। ভগবান রামচন্দ্রকে মারার কত চেষ্টা করেছে। শেষে সেই ভগবান রামচন্দ্রের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কংস কৃষ্ণকে মারার জন্য কতই না চেষ্টা করেছে। সেও শেষে তাঁরই হাতে বধ হয়েছে। অসুররা সকল সময় ভগবানের বিরোধিতা করবেই।

মানুষের অবস্থান- সুর অসুরের মাঝখানে। সে ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও ভালবাসা দিয়ে দেবতা স্তরে উন্নিত হতে পারে। আবার ঈশ্বরের বিরোধিতা করে অসুর প্রকৃতি গ্রহণ করতে পারে। আজকাল সমাজে অসুর শ্রেণীর মানুষে ভরে গেছে। তারা ভগবানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে না। এরাই বলে ভগবান কি আমাদের খেতে দেয়। আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি ভগবান আপনাকে খেতে পরতে এবং আপনার জীবনে বাঁচার জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিছুই দেন। সেটা কি ভাবে? প্রত্যক্ষ করুন।

প্রথমতঃ প্রত্যেকটি জীবের বাঁচার জন্য প্রথম দরকার অক্সিজেন। ১ মিনিট অক্সিজেন না পেলে আপনার প্রাণ চলে যাবে। আর এই অক্সিজেন কোন মানুষের তৈরি নয়। এই অক্সিজেন আসে প্রকৃতি থেকে কিন্তু প্রকৃতি কার নির্দেশে এই অক্সিজেন আমাদের সরবরাহ করে জানেন? প্রকৃতি 'কৃষ্ণের' নির্দেশে সকল জীবের বাঁচার জন্য যে বাতাস সেটি সরবরাহ করে ভগবান গীতায় ৯/১০ শ্লোকে বলেছেন : ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম।/হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ বিপরিবর্ততে।।

অর্থাৎ আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা প্রকৃতি এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে প্রকৃতি এই চরাচর সৃষ্টি করে ও তার দেখা শোনা করে। ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতি বাতাস না দিলে জীবন একেবারেই ঠাণ্ডা হিম ঘরে চলে যায়। তাই ভগবানের ইচ্ছায় বাতাস নিয়ে আপনি বেঁচে আছেন। এরপর জল। আমরা যে জল খাই সেটা কোন মন্ত্রী বা বিজ্ঞানী দেয় না। সে জলটাও ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতি থেকে আপনাকে গ্রহণ করতে হয়।

মাটি- যে মাটিতে ফসল ফলে সে মাটি তো ভগবানের সৃষ্টি। আমরা বলছি ভগবান কি খেতে দেয়। ভগবান মাটি তৈরি করছেন, জলের ব্যবস্থা করেছেন।

তাই তো মানুষ সেখানে ফসল ফলাচ্ছে। মানুষ খেয়ে বেঁচে আছে আর অসুরদের মত বলছে ভগবান খেতে দেয়। মানুষের বাঁচার জন্য- অন্ন, বস্ত্র ও আবাস- এই তিনটি বস্তুই ভগবান মানুষকে দিয়েছেন। মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন। মাটিতে ফসল ফলাবার। সেই ভগবানের প্রদত্ত মাটি, জল, বায়ু, আলো সবই বিনা পয়সায় ব্যবহার করেও আমরা বলছি ভগবান আমাদের খেতে দেয় কি। আমরা কতই না অকৃতজ্ঞ।

মানুষের যখন শ্বাসকষ্ট হয় বাতাস নিতে পারছে না তখন তাকে অক্সিজেন সরবরাহ করে বাঁচান হয়। তখন হসপিটাল আপনাকে কয়েক লক্ষ টাকার বিল ধরিয়ে দেয়। আর প্রকৃতি থেকে সারাজীবন কত অক্সিজেন নেন তার জন্য বিল তো দিই না উপরন্তু স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বলি ভগবান আমাদের কি খেতে দেয় না পরতে দেয় তাই ভগবানকে ডাকবো, পূজা করবো? ভগবান বলে কিছুই নাই। বিদ্যুৎ কোম্পানি বিল না দিলে লাইন কেটে দেবে। অথচ ভগবান বিনা পয়সায় আলোর ব্যবস্থা করেছেন। তা সত্ত্বেও ভগবান কিছুই দেয় না বলে অভিযোগ শুনতে হয় মানুষের কাছে। এ বড় আশ্চর্যের কথা। আপনার চোখ আছে কিন্তু আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না। আপনি অন্ধ হয়ে অন্ধকারে বসে থাকবেন। যদি না সূর্যের আলো আপনার চোখে পড়ে। আমরা যে দেখি সেটাও সম্পূর্ণ ভগবানের কৃপার ফলে। এছাড়া আমাদের সকল আনন্দের উৎস ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতি থেকেই গ্রহণ করতে হয়। সারাদিন পুরীর সমুদ্রের ঢেউ দেখতে দেখতে আনন্দে দিন কেটে যায়। গভীর বনের মধ্যে হাঁটতে কতই

তাই তো মানুষ সেখানে ফসল ফলাচ্ছে। মানুষ খেয়ে বেঁচে আছে আর অসুরদের মত বলছে ভগবান খেতে দেয়। মানুষের বাঁচার জন্য- অন্ন, বস্ত্র ও আবাস- এই তিনটি বস্তুই ভগবান মানুষকে দিয়েছেন। মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন। মাটিতে ফসল ফলাবার। সেই ভগবানের প্রদত্ত মাটি, জল, বায়ু, আলো সবই বিনা পয়সায় ব্যবহার করেও আমরা বলছি ভগবান আমাদের খেতে দেয় কি। আমরা কতই না অকৃতজ্ঞ।

না আনন্দ লাগে। ভগবান তার স্রষ্ট জীবের বাঁচার জন্য, আনন্দের জন্য কত কি ব্যবস্থা করছেন তবুও মানুষ বলবে ভগবান কি খেতে দেয়? বিজ্ঞানী নিউটন বলুন, এডিশন বলুন আর জগদীশ বসু বলুন এদের মস্তিষ্ক কোনও মানুষের তৈরি নয় প্রয়োজনে ভগবান এই সব মস্তিষ্ক তৈরি করেন জীবের কল্যাণের জন্য।

কোন বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক বা কোন প্রতিভাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্ক কোন মানুষের তৈরি নয়, সবই ভগবানের তৈরি। অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলে মানুষ রোবট তৈরি করেছে। তারা এটুকু ভেবেও দেখে না যে বিজ্ঞানী রোবট তৈরি করেছে তার মাথাটা যে ভগবানের দান।

ভগবান গীতায় ৯/৯ শ্লোকে বলেছেন! ন চ মাংতানি কর্মানি নিবন্তন্তি ধনঞ্জয়।/ উদাসীন বদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু।

অর্থাৎ আমি কোন কাজ করি না, কোন কর্মে আবদ্ধ থাকি না। আমি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি।

কবি নজরুল তাই তার গানে লিখেছেন : খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে/ বিরাট শিশু আনমনে

ছোট শিশু কৃষ্ণ আনমনে আপন খেয়ালে খেলাধুলা করেন। কোনও অসুবিধা হলে তিনি বিভিন্ন দপ্তর তৈরি করেছেন ও প্রত্যেকটি দপ্তরে এক একজন দেবতা বসিয়ে দিয়েছেন। দেবতারা কৃষ্ণের নির্দেশে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করেন। যেমন সূর্যের কাজ জগতকে আলো ও তাপ দান করা। সে কাজ তিনি সুষ্ঠভাবে করে চলেছেন- তাই ব্রহ্মাজি স্তব করে বলছেন।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহানাং রাজা/সমস্ত সুরমূর্তির শেষ তেজাঃ/যস্যাজ্ঞায়া ভ্রমতি সংভৃতকাল চক্রো/গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি

এর অর্থ হল- সকল গ্রহগণের রাজা অশেষ তেজ বিশিষ্ট সূর্য জগতের চক্ষু স্বরূপ যাহার আজ্ঞায় কাল চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ব্রহ্মাজি গানের মাধ্যমে বলছেন:

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধনশক্তিরেকা/ছায়েব যস্য ভূবনানি বিভর্তি দূর্গা/ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দম আদি পুরুষংতমহং ভজামি।

অর্থ হল- সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিনী মায়া শক্তি ভূবল পূজিতা দুর্গা তিনি যাহার ইচ্ছানুরূপ কাজ করে সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এই সৃষ্টিতে যা কিছু আছে তার পিছনে একজন অবশ্যই স্রষ্টা আছেন। সৃষ্টি আছে স্রষ্টা নেই এমন নয়। একটি ক্ষুদ্র লেখার পেন থেকে বড় বড় অট্টালিকা, সেতু। যা কিছুই দেখেন তার পিছনে একজন স্রষ্টা মানুষ আছে আর সেই মানুষের মস্তিষ্কটি মানুষ তৈরি করে নি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে প্রকৃতি করেছেন। গীতায় ৭/৬ শ্লোকে ভগবান বলেছেন :

এতদ যোনীনি ভূতানী সর্বানীত্যুপধায়/অহং কৃৎস্নসৎ ''জগত প্রভব প্রলয়স্তথা।

অর্থাৎ আমার প্রকৃতি থেকে এই জড় ও চেতন সব কিছুই উৎপন্ন হয়েছে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো আমি সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের মূল কারণ।

সবশেষে গীতার ১০/৪১ শ্লোক বলে শেষ করছি

যদ্সদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদর্জিতমেব বা/তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম।।

অর্থাৎ- যে খানেই ঐশ্বর্য শ্রীসম্পন্ন বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত দেখা যাবে সেখানেই আমার তেজাংশ সম্ভূত বলে জানবে। সর্বোপরি তিনি আমাদের দেহে আত্মারূপে চেতনা প্রদান করেছেন। আমার প্রকৃতি থেকে এই জড় ও চেতন সব কিছুই উৎপন্ন হয়েছে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখে আমি সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের মূল কারণ

আরেকটি মানুষের প্রশ্ন- ভগবানকে ডাকলে কি চাকরি পাব? না তিনি চাকরি দেবেন। কিন্তু এটা সত্য ভগবান কাউকে হাতে হাতে চাকরি দেন না। কিন্তু তিনি চাকরি বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। কিভাবে দেখুন। এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করার ফলে সেটি তীর্থ বললে ভুল হবে, সেটি মহাতীর্থ নবদ্বীপ ধাম বলে পরিচিত। সেই নবদ্বীপ ধামকে কেন্দ্র করে কত মানুষ ব্যবসা করে। হোটেল বানিয়ে গাড়ি চালিয়ে, দোকান দিয়ে কত মানুষের কর্ম সংস্থান হয়েছে তার সংখ্যা গননা করা যাবে না। কোন শিল্প এত মানুষের বিভিন্নভাবে কর্ম সংস্থান করতে পারবে না। ভেবে দেখুন, মহাপ্রভু নীলাচলে অর্থাৎ পুরী ধামে অবস্থান করে কত লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান ও আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বৃন্দাবন ধাম একসময় তুলসীর বন ছিল যেখানে তিনি লীলা বিস্তার করে সেখানে আজ কত মানুষের কর্ম সংস্থান হয়েছে কোনও শিল্প কারখানায় এত লোকের চাকরি দিতে পারবে? এক শ্রী ভগবানস্য কৃষ্ণ চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে সারা ভারতবর্ষে তিনি যেখানে গেছেন সেটি তীর্থস্থান হয়েছে আর কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে কোন মহাপুরুষ বা রাজনীতিবিদের জন্মস্থান তীর্থস্থান হয় না তাই ভগবান চাকরির ব্যবস্থাও করেন।

রঙ পালটানো বাজারে চলে সঙ সাজার পর্বও

পার্থসারথি গুহ

ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলতে ওস্তাদ যদি কেউ থেকে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। এই যেমন হালফিলে কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কোভিড ১৯ এসে সব তালগোল পাকিয়ে দিল। দিশেহারা হয়ে উঠল মানুষ তথা সমাজ। যথারীতি এর প্রভাব পড়ল বিশ্বজনীন অর্থনীতি ও সমাজের ওপর। আপাতত সেই জায়গা থেকে মুক্তির প্রাণপণ চেষ্টার মধ্যেও দুনিয়া জুড়ে অর্থনীতি কিন্তু স্থিতিশীলতার ছাপ রেখেছে।

সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া

যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। কারণ এই মুহূর্তে যখন বাজারের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে তখনও মিডক্যাপ বা স্মল ক্যাপ সেক্টরে এমন কিছু শেয়ার রয়েছে যারা ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করে আসছে। একেকটা ত্রৈমাসিকের ফল টেক্কা দিচ্ছে পূর্ববর্তী কোয়ার্টারের ফলকে। এই খারাপ বাজারেও এসব শেয়ারের দিকে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে। যাকে বলে একেবারে চোখে চোখে রাখতে হবে এসব অমূল্য সম্পদকে। বাজার একটু ইতিবাচক হতে শুরু করলেই দেখা যাবে এখান থেকে বড় মাপের রিটার্ন আসছে। সুতরাং খারাপ বাজারের বা নেতিবাচক পরিস্থিতির সুযোগে কিছু বটম-ফিশিং নিশ্চিতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

এখানে অবশ্য অন্য একটা কথাও আছে যা সর্বাগ্রে বিচার করতে হবে।তা হল, হাতের শেয়ারে যদি কেনা দামের ওপরে থাকে তবে তা বেচে একবার মুনাফা ঘরে তুলে নিতে পারেন। মনে রাখবেন, এই যে দাম দেখছেন তা আপেক্ষিক। ফের নিচের দামে নাগালের মধ্যে এসে যাবে অনেক শেয়ারই। তখন মনের যাবতীয় সাধ মিটিয়ে কেনাকাটা করবেন। মুশকিলটা কী অনেকে মনে করেন, অমুক শেয়ারের দাম এত হয়ে গিয়েছে বা তমুক শেয়ার এতটা বেড়ে গিয়েছে, সুতরাং ঝাঁপিয়ে কিনতে হবে এবার। না হলে বোধহয় আর কোনও দিন আগের দামে ফেরত আসবে না উক্ত শেয়ার। এঁদের ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ বারংবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শেয়ার বাজার। আসল কথা হল ধৈর্য্যের ভীষণ অভাব। এর ফলেই তাড়াহুড়ো করে অনেকেই ওপরের দামে শেয়ার কিনে ফেলেন। আবার দাম পেলেও তা বেচেন না লোভের বশবর্তী হয়ে। এই জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। মানসিক সংযম যার অন্যতম হাতিয়ার।

পাঠকের কলমে

পরিবহন দফতর পুষে কি লাভ?

রাজ্যে পরিবহন নামে যে দফতর সরকারি টাকায় পোষা হয় সে এখন মৃত। এই মড়া দফতরের পিছনে অযথা অর্থ ব্যয় করে পোষা অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এই অপচয় দূর করতে পরিবহন দফতরটি তুলে দেওয়া দরকার।

কথাটা প্রাসঙ্গিকভাবে উঠেছে বাস

কন্ডাক্টর নেয় না। কন্ডাক্টর খেয়াল খুশিমতো ভাড়া নেয়। এ নিয়ে নিত্য অশান্তি চলছে। আরটিএ-র চার্ট কোনও কাজে লাগে না। অপরদিকে মালিক পক্ষ জানাচ্ছে, তারা বর্ধিত ভাড়া পায় না। তারা সরকারি ধার্য করা রেটেই টাকা পায়। বর্ধিত মূল্য কন্ডাক্টরের পকেটে যায়। আবার কন্ডাক্টরদের জানা গেল ওই বর্ধিত মূল্য সবটা তারা পায় না। ওখানে ভাগ বসায় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা। এছাড়া মালের ভাড়া বাবদ যে অর্থ যাত্রীদের থেকে আদায় করা হয় তাও মালিকরা পায় না। সেটাও চলে যায় অদৃশ্য হাত বেয়ে। এই কারণে পরিবহন দফতরের আর দরকার নেই। ওই দফতরকে শিখন্ডি খাড়া করে চলছে টাকা মারার খেলা। এ অবস্থায় পরিবহন দফতরটি আজ সম্পূর্ণ মৃত। এই মৃত দফতরের সৎকার করা দরকার, নইলে পচন ধরবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত পরিবহন দফতরটিকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করা।

ভাড়া নিয়ে। বাস ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করে আরটিএ। তারা তালিকা প্রকাশ করে। ওই তালিকার জেরক্স কপি প্রতিটি বেসরকারি বাসে টাঙিয়ে দেওয়া হয় যাত্রী স্বার্থে। কন্ডাক্টর যাতে বেশি পয়সা না নেয় তার জন্য আরটিএ সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই ব্যবস্থা করে। বর্তমানে এ ব্যবস্থা আজ মৃত। সরকার নির্ধারিত তালিকার ভাড়া

দুর্গাদাস সরকার,টালিগঞ্জ

জব কার্ডের ফর্ম ঘিরে উত্তেজনা

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : – জব কার্ডের ফর্ম ফিলাপকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল অন্দরন ফুলবাড়ি ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে। অন্দরান ফুলবাড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনীন্দ্র চন্দ্র মন্ডল জানান আনন্দ বর্মন নামে এক তৃণমূলের যুব কর্মী প্রায় ৩৫টি জব কার্ডের ফর্ম নিয়ে আসেন। তা ৮/৫২নম্বর বুথের বেশ কয়েকজনের নামে করাবেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে করা হচ্ছে। প্রধান আরও জানান যে, এভাবে দিতে গেলে বাকি বুথের কর্মীরাও এসে এভাবেই জব কার্ড করাতে চাইবে। সমস্যা তৈরি হবে, আর এভাবে কেউ জব কার্ড করে দিতে পারে না। এই জব কার্ড বিডিও অফিস অথবা পঞ্চায়েত অফিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীরা করবেন। এই নিয়েই ঘটনার উৎপত্তি। আনন্দ বর্মন অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি শুধু ফর্ম ফিলআপ করতে সাহায্য করছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে হঠাৎ করে তিনটি গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে আসে একদল যুবক তাদের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিলো।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তারা গাড়ি থেকে নেমে হুমকি দিচ্ছিলো ওখান থেকে সরে যেতে এবং তাদের হাতে বোমা ছিলো বলে এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল। জব কার্ড শুধু নামমাত্র। তিনি জানান, বেশ কয়েকদিন আগে পুরোনো অঞ্চল সভাপতি প্রদীপ বর্মনের জায়গায় দুলাল চক্রবর্তীকে অঞ্চল সভাপতি করেন রবীন্দ্র নাথ ঘোষ। তারপর থেকে পুরোনো আর নতুনদের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চলছে।

অনেকেই জানিয়েছেন। তবে খবর পেয়ে পুলিশের তিনটি ভ্যান দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই গাড়ি তিনটি পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ৩০নম্বর জেড পি মন্ডলের বিজেপির সভাপতি অভিজিত পাল জানান, এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে যে টাকা আসছে তার ভাগাভাগি নিয়ে এই দ্বন্দ্ব বলে অভিজিত বাবু জানান। তবে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আন্দোলনে কলেজ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী মানবিক নন, এই রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর সব দিক থেকে ব্যর্থ, শিক্ষামন্ত্রী পুরোপুরিভাবে আমলাতান্ত্রিক। গোটা রাজ্য সহ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন কলেজে কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীদের দাবি পূরণ করছেন না তিনি । এই সমস্ত কর্মচারীদের হাহাকার কানে যাচ্ছে না তার। অবিলম্বে তাদের দাবি পূরণ না হলে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবেন তারা। সোমবার কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয়ে এভাবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে হুঁশিয়ারি দিলেন বিভিন্ন কলেজের অস্থায়ী কর্মচারীরা।

অবিলম্বে তাদের স্থায়ীকরণ, সরকারি স্বীকৃতি, ৬০বছর পর্যন্ত কাজের নিরাপত্তা এবং এর পাশাপাশি সরকারি আদেশ নামা 3998F(P2) লাগু করার দাবি সহ বিভিন্ন পেশাগত দাবিকে সামনে রেখে এদিন কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গেটে বিক্ষোভে সামিল হন বিভিন্ন কলেজে কর্মরত এই অস্থায়ী কর্মচারীরা। এদিন আন্দোলনকারীরা বলেন, সংশ্লিষ্ট এই দাবি নিয়ে বারবার জানানো হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রীকে । কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ নিয়ে আজও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি তিনি। অস্থায়ী কর্মচারীদের এই আর্তনাদ ইচ্ছে করেই কর্ণপাত করছেন না রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী। তারা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের গেস্ট লেকচারাররা সরকারি স্বীকৃতি পেলেন, কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ নেতা, মন্ত্রী কিংবা আমলাদের সন্তান বলে। কিন্তু কলেজে কলেজে অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করল না সরকার। অথচ বিভিন্ন কলেজের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন এই অস্থায়ী কর্মীরাই। তারা এদিন বলেন, অবিলম্বে তাদের দাবি মেনে না নেওয়া হলে, তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন এবং এর ফলে গোটা রাজ্যে ভেঙে পড়বে কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা। সম্প্রতি এ বিষয়ে তারা উত্তরকন্যা অভিযানেরও ডাক দিয়েছেন বলে জানান এই আন্দোলনকারী কলেজ অস্থায়ী কর্মচারীরা।

২৮ আগস্ট ২০২০
স্বাস্থ্য বুলেটিন এক ঝলকে
কোভিড–১৯ আপডেট

আজ সর্বমোট স্যাম্পল পরীক্ষা	৪২,১২১
নতুন সংক্রমণ	২,৯৮২
আজ কোভিড মুক্ত	৩,২৮৬
রাজ্যে মৃত্যুর হার	২.০০%
রাজ্যে সুস্থতার হার	৮০.৮৬%
সর্বমোট কোভিড মুক্ত	১,২৪,৩৩২
আজকের দিনে রাজ্যে মোট কোভিড–১৯ পজিটিভ	
হোম আইসোলেশনে	১৮,৮৭৬
সেফ হোমে	১,৭৬০
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন	৫,৭১৩

যে কোনও অনুসন্ধানের জন্য ফোন করুন ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ নম্বরে এবং কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ১টাই নম্বরের ৩২টি লাইনে ২৪x৭ থাকছেন ৯৬ জন ডাক্তার। ফোন করুন ০৩৩ ২৩৫৭ ৬০০১ (Direct) নম্বরে।

সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আদিবাসী বিধবাকে গনধর্ষণে গ্রেপ্তার

অভীক মিত্র : ১৮ আগস্ট এক যুবকের সঙ্গে খয়রাকুড়ি মোড় থেকে গ্রামে ফেরার সময় এক আদিবাসী বিধবা তরুণীর পথ আটকায় পাঁচ যুবক। রাতে ক্লাবে আটকে রেখে চলে মারধর। রাত্রি আড়াইটে নাগাদ চরিচা জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ওই যুবতীকে গণধর্ষণ করে পাঁচ যুবক। পরে সকালে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯ আগস্ট গ্রামে সালিশি সভা বসিয়ে যুবতীকে দশহাজার টাকা এবং যুবককে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার নিদান দেন মোড়ল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চরিচা পঞ্চায়েত এলাকার দুই সন্তানের মা যুবতীর স্বামী কয়েকবছর আগে মারা যাওয়ার পর এক আদিবাসী যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠা ভালো চোখে নেয় নি গ্রামের একাংশ। ২৩ আগস্ট বিকালে পাঁচ যুবকের নামে মহম্মদবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা। দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সিউড়ি হাসপাতালে নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষায় ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে এবং নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ২৩আগস্ট সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ২৪ আগস্ট দোষীদের শাস্তির দাবিতে সিউড়ি এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় অল ইন্ডিয়া ডিএসও এবং ছাত্র–যুব বাম সংগঠন। আরো চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৪ আগস্ট সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

আক্রান্ত সস্ত্রীক পুলিশ,ব্যাঙ্ককর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি :কামরা উপ–স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক নার্স,রামপুরহাট থানার এক পুলিশ আধিকারিক এবং তাঁর স্ত্রী,নলহাটি–২নং ব্লকের এক ক্লার্ক,ব্যাঙ্ককর্মী,গাংটে গ্রামে জেলফেরত এক যুবক,বোলপুর ফিম্যাল মেডিসিন ওয়ার্ডের এক রোগী,নলহাটি পাঁচ নং ওয়ার্ডে ১৮জন করোনা আক্রান্ত হলেন। বোলপুরের মুলুকে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতর শেষকৃত্য করে বোলপুর পুরসভা। ১৩ আগস্ট তিলপাড়া ব্যারেজের কাছে পিপিই কিট পরে থাকায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মানুষজন রাস্তাঘাটে মাস্ক না পরেই ঘুরছে । ২০ ও ২১ আগস্ট সম্পূর্ণ লকডাউনে সহায়ক হয় নিম্নচাপের বৃষ্টি।

রুখলো নাবালিকা বিবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কন্যাশ্রী দিবসেই কয়থা গ্রামে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীর বিয়ে রুখলো চাইল্ড লাইন লিগ্যাল অথরিটি এবং নলহাটি থানার পুলিশ। নাবালিকা পরিবারের পক্ষ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয় আঠারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া হবে না।

মনসাপুজো বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ আগস্ট ভালাষ গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন মনসা পুজো । মনসা গান চলে সাতদিন ধরে । গ্রামীণ মেলায় কয়েকহাজার ভক্তের সমাগম ঘটে। কিন্তু এবার মহামারী করোনার প্রকোপে সমস্ত অনুষ্ঠান এবং মেলা বাতিল করা হয়েছে। লাভপুর–২ গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য সমীর মন্ডল মনসা পুজো উপলক্ষ্যে পথচারী ও সমস্ত গ্রামবাসীদের স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে মাস্ক বিতরণ করেন। ১৫ আগস্ট বড়রা জনকল্যাণ সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে সচেতনতার লক্ষ্যে ২০০০ মাস্ক বিলি করা হয়। 'কুশমোড় রুরাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'র উদ্যোগে সচেতনতার লক্ষ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

অস্থায়ী দোকানদারদের স্থায়ী নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেড়শো বছরের ও প্রাচীন পুরসভার বহু পুরনো একটি হাটের অস্থায়ী দোকানদারদের স্থায়ী নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ জারি করলো পুরসভার প্রশাসনিক মন্ডলীর বোর্ড। পুরসভা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ১৫০ বছর পার করে যাওয়া জয়নগর মজিলপুর পুরসভার মালিকানাধীন কয়েকটি বাজার ও একটি হাট আছে। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের অধীন মিত্রগঞ্জ হাটটি বহু পুরাতন একটি হাট। সোমবার ও শুক্রবার এখানে হাট বসে। বর্তমানে এই হাটে ছোট বড় মিলিয়ে ২০৬ টি দোকান আছে। এখানে বর্তমানে কিছু দোকাদার হাট ছাড়াও সপ্তাহের প্রতিদিন বসে। তাঁদের মধ্যে কিছু দোকানদার লকডাউনের ভেতর এই অস্থায়ী দোকানে পাকা ঘর করে, শাটার বসিয়ে স্থায়ী নির্মাণ কাজ করছিল বলে খবর। আর তাই পুরসভার পক্ষ থেকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে এই কাজ বন্ধ করার নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশে এও বলা হয়, এই নির্দেশ অমান্য করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে জয়নগর মিত্রগঞ্জ হাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জিয়াউল হক সরদার বলেন, আমরা শনিবার আমাদের সমিতির বৈঠক করে এ বিষয়ে কি করা যায় ভাবনা চিন্তা করব এবং পুর প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করব। গৌরাঙ্গ মন্ডল, রনজিত দেবনাথ, সুরাজ গাজী, আলমগীর মন্ডল, দীনেশ শ্রীমাণি, গদাধর হাইত সহ বেশ কয়েক জন দোকানদার বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ যদি এই জাতীয় অন্যায় করে থাকে পুরসভা তাঁর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিক।

এ ব্যাপারে পুরসভার প্রশাসক মন্ডলী বোর্ডের চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বলেন, এই হাটটি পুরসভার মালিকানাধীন। এখানকার দোকানদের কাছ থেকে পুরসভা কোনও ভাড়া নেয় না। প্রতিবছর এই হাটের দেখাশোনার জন্য এক জন হাটবাবুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে বটি তোলে এই হাটটা দেখা শোনা করার জন্য। আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে হাটের ভেতর সুলভ শৌচালয় ও ঢালাই রাস্তা করে দিয়েছি। আমি কোনও দোকানদারকে তুলে দিতে চাই না। কিন্তু তাঁরা নিজেদের দোকানে স্থায়ী নির্মাণ কাজ করে নিচ্ছে। এটা ওরা করতে পারে না। তাই ওই স্থায়ী নির্মাণ কাজ ভেঙে দেবার নোটিশ জারি করা হয়েছে। না মানলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং পুরাতন এই হাটটিকে তাঁর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

ভর্তি হতে না পেরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে না পেয়ে বিক্ষোভ দেখালো স্কুলের ছাত্ররা। আজ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরের জেনকিন্স স্কুলে। আন্দোলনকারী ওই ছাত্রদের অভিযোগ, তৃতীয় শ্রেণী থেকে তাঁরা জেনকিন্স স্কুলে পড়ে আসছে। এবার ওই স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে।

কিন্তু তাঁদের আর ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। সমস্যার কথা জানিয়েছে জেলা শাসকের দফতরে একটি স্মারকলিপিও দিয়েছিল ওই ছাত্ররা। কিন্তু তারপরেও কোন কাজ হয় নি। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে তাঁরা।

এবছর করোনায় সংক্রমিত হয়ে পড়ার ভয়ে মূলত অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করিয়েছেন। কিন্তু ভর্তি সমস্যায় ভোগা কোচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে আসা ওই ছাত্রদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হচ্ছে।

তাঁদের মধ্যে সৌম্য দেব নামে এক ছাত্র বলেন, ১৮ জন ছাত্রের এমন সমস্যা রয়েছে। আমরা ওই স্কুলে সেই ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি। উচ্চমাধ্যমিকটাও ওখান থেকে দিতে চাই। কিন্তু আমাদের ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। যদিও এবিষয়ে স্কুল বা প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। জেনকিনস স্কুল এর ছাত্রদের অভিযোগ তারা তৃতীয় শ্রেণি থেকে স্কুলে পড়লেও বর্তমানে তারা মাধ্যমিকের পর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারছে না। নিজেদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ডিএম অফিস থেকে শুরু করে ডিআই অফিসে ডেপুটেশন দিলেও কোনো কাজ হয়নি। তাই তারা আজ স্কুলের সামনে ভর্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ক্যানিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বদুকুলার দক্ষিণ কালিকাতলা গ্রামে সরকারি গৃহ নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ৪ জন যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী জখম হয়। জখম সুবিদ আলি মন্ডল,আমির উদ্দিন মন্ডল,সাদ্দাম মন্ডল ও মোশিবুর সরদার গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন বিকালে সরকারি গৃহ নির্মাণের দ্বিতীয় কিস্তির টাকার জন্য জিও ট্যাক হয় বেনিফিশারি স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আকচার মন্ডলের মা আবেদা মন্ডলের।স্থানীয় গোপালপুর অঞ্চল সভাপতি জিও ট্যাক–এর বিরোধিতা করেন বলে অভিযোগ।আরো অভিযোগ প্রথম কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা নিয়েছেন অঞ্চল সভাপতি আকচার মন্ডল। পাশাপাশি দ্বিতীয় কিস্তির জন্যও ১০ হাজার টাকা দাবি করে এগারশো টাকা নেয়। এর পরও তিনি জিও ট্যাক করার বিরোধিতা করেন। আর কেন জিও ট্যাক হবে না প্রতিবাদে সরব হয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আকচার মন্ডলের দাদা আমির উদ্দিন মন্ডল,ভাইপো সুবিদ আলি, সাদ্দাম মন্ডল ও মোশিবুর সরদাররা।

অভিযোগ প্রতিবাদে সরব হতেই সোমবার বিকালে গোপালপুর তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আকচার মন্ডলের নেতৃত্বে জনা ত্রিশ তৃণমূল

কর্মী সমর্থক সুবিদ আলি মন্ডলের বাড়িতে চড়াও হয়ে ধারালো অস্ত্র ও মুগুর দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় চার জন যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থক গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় যুব তৃণমূল কর্মীদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে সুবিদ আলি মন্ডলের অবস্থা সংকটজনক।ঘটনা প্রসঙ্গে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান মদন নস্কর বলেন, সরকারি আবাস প্রকল্পের টাকা নিয়ে প্রতিবাদ করায় মারধর করা হয়েছে।

অন্যদিকে ঘটনাটি কে পারিবারিক বিবাদ বলে দাবি করেছেন ক্যানিং ১ ব্লকের মূল তৃণমূলের সহ সভাপতি অর্ণব রায়।

ভোটবদল না ভোলবদল

প্রথম পাতার পর

এক্ষেত্রে ফ্ল্যাশব্যাকে যদি একটু বাম জমানার শেষদিকে ফিরে যাওয়া যায় তাহলেও দেখা যাবে ডুবতে থাকা সাম্রাজ্য ধরে রাখতে বামেরাও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। সেই চেষ্টার অঙ্গ হিসেবে বামপন্থী ভাবমূর্তির বিপরীত পথে হেঁটে শিল্পায়নের ডাক দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য–নিরুপম সেন'রা। যে কৃষি বাম রাজনীতির ভিত গড়েছিল সেই কৃষকরাই চলে যায় অন্য শিবিরে। লাভবান হয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে বামেদের বিকল্প শিল্পায়নের মডেল রাজ্যবাসী মেনে নেয়নি। বাম মৌলিকতার বিসর্জন তাঁদের সমর্থকরাও ভালোভাবে নেয়নি। একইভাবে তৃণমূলের লোগোতে কংগ্রেস শব্দের অবলুপ্তি পরিস্কার বোঝাচ্ছে নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট গড়ে তুলতে চাইছে এআইটিএমসি। সেক্ষেত্রে যে মূল দলের স্রোত থেকে তারা বেরিয়ে এসে নবগঠিত হয়েছে সেই কংগ্রেস এর ব্যবহার সুকৌশলে হয়তো দূরে রাখতে চাইছে তারা। এসব কিছুই আগামী বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখেই যে করা হচ্ছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে। মার্কেটিংয়ের ভাষায় বলা চলে এ যেন এক নতুন বিপণনের বন্দোবস্ত হচ্ছে। এবার সেটা জনতা জনার্দন গ্রহণ করল কি করল না সেই উত্তর সময়ই দেবে।

চিন্তা বাড়াচ্ছে ম্যালেরিয়া

প্রথম পাতার পর

সেটাও বাড়তি সুবিধা হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ যেভাবে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন পতঙ্গবিদরা। তাদের বক্তব্য, ছোটো পরিসরে জল জমলে সেখানে জন্ম নিতে পারে ডেঙ্গু রোগের জীবাণু বহনকারী 'এডিস ইজিপ্টাই' প্রজাতির মশার লার্ভা। এরা দিনের বেলা সকাল ও সন্ধ্যায় কামড়ায়। হিসেব বলছে, ৭০–৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে এডিস কামড়ায় ঘরের বাইরে। এখন এরা স্বভাব বদল করে বাড়ির বাইরে পরিস্কার বৃষ্টির জলে ডিম পাড়ে। সে কারণেই কোনও জায়গায় যাতে বৃষ্টির জল না জমে সেটা নিশ্চিত করতে যেমন চাইছে পুরকর্মীরা। তেমন চাইতে হবে পুরবাসীকেও। আপনার বাড়িতে ফুলের টব, পাখিদের জলের আধার, পুরনো টায়ারের মধ্যে বৃষ্টির জল জমতে দেবেন না। ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া জ্বরের নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ নেই, তাই নিজে নিজে কোনও ওষুধ খাবেন না।

জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল খেতে পারেন। প্রসঙ্গত, একটি স্ত্রী এডিস ইজেপ্টাই মশার আয়ু মাত্র ৩০ দিন। ভ্যাপসা আবহাওয়ায় এডিস মশার ডিম পাড়ার হার বাড়ে। কলকাতা পুরসংস্থার ভেক্টর কন্ট্রোল সূত্রে খবর, স্ত্রী এডিস মশার মধ্যে একবার ডেঙ্গুর জীবাণু ঢুকলে তা বংশানুক্রমে বাহিত হয়।

বিক্ষোভ এসইউসিসির

প্রথম পাতার পর

এছাড়া এদিন নদী বাঁধ সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন হয় গোসাবার রাঙাবেলিয়া, কুলতলির দেউলবাড়ি, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা। প্রায় ২ ঘন্টা অবরোধের পর পূর্ত দপ্তরের অফিসাররা এসে সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অবরোধ ওঠে। এ ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরের বিষ্ণুপুর ডিভিশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার অরুণ সিং বলেন, গোচরণ থেকে মথুরাপুর অবধি রাস্তার কাজের অনুমোদন হয়ে গেছে। আগামী মাস থেকে কাজ শুরু হবে। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, বর্ষা কালে রাস্তার কাজ হবে কি করে। বৃষ্টি বন্ধ হলে কাজ শুরু হবে। রাস্তার অবস্থা ভালো নয় আমি মানছি তা বলে তা নিয়ে এই ভাবে অবরোধ করে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে ফেলা ঠিক নয়।

বেহাল জয়নগর ও কুলতলি রোড, বাড়ছে দুর্ঘটনা

প্রথম পাতার পর

সোমবার ভোরে জয়নগর কুলতলি রোডের জালাবেড়িয়ার কাছে বালি বোঝাই একটি ট্রাক কুলতলি যাবার পথে বেহাল রাস্তায় পড়ে উল্টে যায়। ভোরের বেলায় রাস্তায় লোক কম থাকায় বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায়। ট্রাক টি রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুৎ এর পোস্টে ধাক্কা মেরে একটি মুদিখানার দোকানের ভেতর উঠে যায়। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। এর ফলে বহুক্ষণ জয়নগর কুলতলি রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশ ও স্থানীয় মানুষজনের চেষ্টায় গাড়ি চলাচল শুরু হয়। স্থানীয় মানুষজন জানালেন, বেহাল রাস্তা কী আদৌ সারানো হবে না।

জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক ও এসইউসি আই নেতা তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, আমরা এই বেহাল রাস্তা সারানোর দাবিতে বুধবার জেলার সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করবো। সাধারণ মানুষ আজ সামান্যতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এই বেহাল রাস্তা কেন এতদিন সারানো হলো না তার উত্তর কে দেবে।

১৩ কিমি রাস্তার ভাড়া ৮০ টাকা!

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, এই রোডের উপর সাতমুখী এলাকায় একটি ব্রিজ সংস্কারের কাজ চলায় বর্তমানে ব্রিজটি তে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর এই ব্রিজ বন্ধ থাকায় অতিরিক্ত টাকা খরচ করেও নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পাশাপাশি চরম বিপদে পড়তে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রেও।এমন কঠিন পরিস্থিতিতে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় এলাকার গর্ভবতী মা থেকে সাপে কামড়ানো রোগী সহ অন্যান্য রোগীরা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত ৬ কিলোমিটার পথ ঘুরতে হচ্ছে।

আর এখানেও সুযোগ নিচ্ছে ক্যানিং–হেড়োভাঙা রোডের অটোচালকরা। ক্যানিং সাতমুখী ৬ কিলোমিটার রাস্তায় অটো ভাড়া ২০ টাকা এবং সাতমুখী–হেড়োভাঙা ৭ কিলোমিটারে ২০ টাকা ভাড়া। সর্বসাকুল্যে ১৩ কিলোমিটার রাস্তা যাতায়াত করতে একজন সাধারণ মানুষকে ৮০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে!

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম তথা সুন্দরবনের সিংহ দুয়ার অথবা প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ক্যানিং শহর। আর এই ব্রিটিশ আমলের ক্যানিং শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হেড়োভাঙা। খোদ শহর ক্যানিংয়ে যাতে করে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হয় তার জন্য ছয়ের দশকে এই রাস্তাটি তৈরি করেছিলেন তৎকালীন ক্যানিংয়ের জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুর শুক্কুর সাহেব। রাস্তাটিরও নামকরণ হয় শুক্কুর সাহেব রোড নামে।প্রথম দিকে টেম্পো গাড়ি,হাফবাস,লরি চলাচল করতো। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে বাস,ম্যাজিক,অটো,টোটো সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে।আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে শুক্কুর সাহেব রোডের নাম পরিবর্তন হয়ে ক্যানিং–হেড়োভাঙা রোড হয়েছে। সব কিছুতেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও সন্ধ্যা নামলেই চরম বিপদে পড়তে হয় এই রোডের সাধারণ যাত্রীদের। যাতায়াতের কোনও যানবাহনই চলাচল করে না। তবে কয়েকগুণ বেশি ভাড়া দিলেই কিংবা গাড়ি রিজার্ভ করলেই তবেই মিলবে সুরাহা।অন্যদিকে এই রোডের সাতমুখী ব্রিজটি যানচলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। ব্রিজটি সংস্কারের জন্য ৩৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। ব্রিজ সংস্কারের নামে কাজ চলছে শম্বুক গতিতে। যা সাধারণ মানুষ কে আরো বেশি করে বিপদের সম্মুখে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কবে এই ব্রিজ সংস্কারের কাজ শেষ হবে?কবেই বা যান চলাচলা স্বাভাবিক হবে?এমন সব প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ রয়েছেন চরম হতাশায়।

এ বিষয়ে স্থানীয় ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, করোনা আর আম্ফানের দাপটে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছেন। রয়েছেন চরম বিপদের মধ্যে। আয় নেই,তারপর অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশায় পড়বে এটা কখনও মেনে নেওয়া যায় না।সাতমুখী ব্রিজ দিয়ে সাধারণ যানবাহন যাতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে চলাচল করতে পারে তার জন্য দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছি।

দুর্যোগের রাতে স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে স্কুলে চুরি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার গভীর রাতে জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার গড় দেওয়ানি হাইস্কুলে চুরি হয়। স্কুলের অফিস ঘরের জানালা ও আলমারি ভেঙে একদল দুষ্কৃতী আলমারিতে থাকা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির প্রায় ৫০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। এমনকি স্কুল ঘরের ভেতরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দিয়ে যায় তাঁরা। সিসিটিভির ফুটেজের হার্ড ডিস্কও নিয়ে যায় তারা। স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য হারুন রশিদ মোল্লা বলেন, গত কয়েকদিন ধরে স্কুলে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া চলছিল। আর তারই কিছু টাকা স্কুলের আলমারিতে রাখা ছিল। যা শুক্রবার রাতে আলমারি ভেঙে চুরি হয়ে যায়। আমাদের স্কুলে বহু বছর পর এই রকম চুরির ঘটনা ঘটল। এখানে রাতে পাহারা দেবার কোনও নাইট গার্ড নেই। আর প্রবল বৃষ্টির সুযোগে একদল দুষ্কৃতী এই চুরির ঘটনাটা ঘটাল। শনিবার সকালে আমরা এই

ঘটনা জানতে পেরে পুলিশকে খবর দিই। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে এসে সরেজমিনে ঘুরে যান বকুলতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, এই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হচ্ছে। তবে অপরাধী ধরা পড়েনি।

পণের দাবিতে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পণের টাকা না পাওয়ার কারণে গৃহবধুকে খুন করার অভিযোগ। মৃত গৃহবধূ বিপাশা নস্কর(২০)। অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির দিকে। ঘটনাটি নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহ হাসপাতাল মোড়ের। ঘরের বারান্দায় দেহ পড়ে থাকতে দেখে মেয়ের বাপের বাড়িতে খবর দেয় প্রতিবেশীরা। বিপাশার বাবা বিমল মন্ডল জানান, বিপাশার সাথে ২০১৮ সালে বিয়ে হয় স্বপন নস্করের। তাদের দেড় বছরের এক পুত্র সন্তানও রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই পণের কারণে বিপাশার উপর অত্যাচার চালানো হতো বলে অভিযোগ। সম্প্রতি ২ লাখ টাকা চাওয়া হয় দুমাস আগে। না হলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় স্বামী স্বপন নস্কর ও তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত গৃহবধূর বাবা বিমল মন্ডল। তবে অভিযুক্তরা পলাতক।

সারের কালোবাজারির গুজব ও খোলাপচা রোগের আক্রমণে আতঙ্কিত আমন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে সারের কালোবাজারির গুজব। অন্যদিকে ধানগাছে খোলাপচা রোগের আক্রমণে আতংকিত পূর্ব বর্ধমানের আমন চাষিরা। চাষিদের আশংকা, কিছু অসাধু চক্র সারের জোগানে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে কালোবাজারির গুজব ছড়িয়ে ফায়দা লোটার অপচেষ্টা শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট শুরু হয়েছে। এবিষয়ে কিষান ও ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জেলা সংগঠনের অন্যতম নেতা প্রবীর সাহা বলেন, সার ও কীটনাশক ওষুধের কালোবাজারি কোথাও বরদাস্ত করা হবে না। আমরা প্রশাসনকে বিষয়টা জানিয়েছি। তারা অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পাশাপাশি দলগতভাবেও সমস্ত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।

রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েই ব্যাপক হারে আমন ধানের চাষ হয়। মূলত বর্ষার পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে এই ধানের চাষ হয়ে থাকে এবং ফলনও যথেষ্টই আশাব্যঞ্জক। শীতকালে যেখানে খরচ সাপেক্ষ সেচের জলের ওপর নির্ভর করে বোরো ধানের চাষ হয় সেখানে আমন চাষে সেচের খরচ তুলনামূলক অনেকটাই কম। পাশাপাশি সার, কীটনাশক সহ পরিচর্যার ক্ষেত্রে বোরোর তুলনায় খরচ কম হওয়ায় চাষিদের কাছে আমন চাষ এককথায় লাভজনক। তবে, যেহেতু বর্ষা নির্ভর চাষ। তাই এসময় দফায় দফায় নিম্নচাপের ধাক্কা সহ নদীনালা ও সেচ খালের উপচে পড়া জলে বিস্তীর্ণ এলাকার আমনের জমি ডুবে যায় ও বিভিন্ন রোগপোকাজনিত আক্রমণের কারণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতিরও ব্যাপক ঝুঁকি থাকে। সাম্প্রতিক নিম্নচাপের কারণে এই জেলার বিস্তীর্ণ অংশে আমন ধানের জমি জলে ডুবে গেছে বলে জানা গেছ। সেইসঙ্গে ধানগাছে খোলাপচা রোগের আক্রমণও শুরু হয়েছে বলে চাষিরা জানিয়েছেন। দ্রুত আবহাওয়ার উন্নতি না হলে আমন চাষ ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আতংকিত চাষিরা। ধানগাছের বৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যেই জমিতে প্রয়োজনীয়

রাসায়নিক সার ছড়ানো হয়েছে। কিন্তু, গাছের গোড়ায় জল জমে থাকায় খোলাপচা রোগের আক্রমণ শুরু হতেই চাষির মাথায় হাত। তার ওপর করোনা বিপর্যয়ের মধ্যেই ইউরিয়া, এন পি কে ১০: ২৬: ২৬ প্রভৃতি রাসায়নিক সার সহ বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধের কালোবাজারির গুজব ছড়িয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই আতংকিত চাষিরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম বর্ধিষ্ণু ও প্রাচীন জনপদ সিঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা বংশধর পাল বলেন, আমি এবার সাত বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করেছি। এর মধ্যে সার দিয়েছি। আরও ইউরিয়া, ১০:২৬:২৬ সার ও কীটনাশক ওষুধ কিনে জমিতে দিতে হবে। কিন্তু, অনেক জায়গা থেকে শুনছি নাকি এবার আর সার ও কীটনাশক সহজে পাওয়া যাবে না। বাজার ছাড়া বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। এমন হলে তো খুবই অসুবিধার মধ্যে আমাদের পড়তে হবে। কাটোয়ার শুয়াগাছি গ্রামের বাসিন্দা তথা আমন চাষি অমিত কুমার মণ্ডল বলেন, এখনও জমিতে সার ছিটানোর কাজ শেষ হয়নি। এরই মধ্যে অনেক জায়গাতেই আমন ধানে খোলাপচা রোগের আক্রমণও শুরু হয়েছে। এদিকে নিম্নচাপের প্রভাবও চলছে। আবহাওয়ার দ্রুত উন্নতি না হলে সার ছড়ানো ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। ফলে ফসলে ক্ষতির একটা আশংকা তো থেকেই যাচ্ছে।

হাউজিং কমপ্লেক্সে কোভিড টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কলকাতা পুরসংস্থা এখন কলকাতার বাসিন্দাদের দাবি মেনে হাউজিং কমপ্লেক্সের দোর গোড়ায় কোভিড-১৯ পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়েছে গত ২৩ আগস্ট। ফ্রি অফ কস্ট র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের প্রথম দিনই কলকাতাস্থিত তিনটি আবাসন মিলিয়ে ১২০ জনের কোভিড টেস্ট করা হয়েছে বলে পুরসংস্থা সূত্রে খবর। এই সংখ্যা দেখে পুর কর্তৃপক্ষও আশাপ্রদ। কমপক্ষে ২০ জনের ব্যবস্থা হলে এই টেস্ট হবে। মাত্র ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যেই রিপোর্ট আসে। রিপোর্ট পজিটিভ এলে তার পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। তার ভাইরাস লোড কম থাকলে রিপোর্ট 'ফলস নেগেটিভ' আসার সম্ভাবনা। পরবর্তী পরীক্ষার কৌশল নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। চলতি বছরের জুন মাস থেকে কোভিড নাইন্টিন টেস্টে 'র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট' যুক্ত হয়েছে।

করোনা উপসর্গহীন রোগীদের পৃথক রুটে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত টেস্টিং-ট্রেসিং-ট্রিটমেন্ট এই ফর্মূলাকে আরও দ্রুত কার্যকর করতে একই সঙ্গে তিনটি পৃথক পরিকল্পনায় কোভিড-১৯ পরীক্ষা কলকাতা পুরসংস্থা চালু করেছে। ভ্রাম্যমাণ টেস্টিং সেন্টার হিসাবে ন'টি অ্যাম্বুল্যান্স কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে লালারস সংগ্রহ করছে। প্রতিদিন কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিবির করে 'র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট' এবং লালারস সংগ্রহ করছে পুরসংস্থার বিশেষ টিম এবং পুরসংস্থার ১৬টি বরোতে পৃথকভাবে 'নির্দিষ্ট সেন্টার' থেকে প্রতিদিন কোভিড পরীক্ষার জন্য লালারস ও নাসিকারস সংগ্রহ করছে। কোভিড সংক্রমণ রুখতে প্রয়োজন আরও বেশি এবং দ্রুততার সঙ্গে উপসর্গহীন রোগী শনাক্তকরণের কাজ চালাচ্ছে কলকাতা পুরসংস্থা। পুরসংস্থার স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশাসক অতীত ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতিটি বরোতে প্রতিদিন এই তিন রুটেই কোভিড পরীক্ষা চলছে। কারণ যতো বেশি বেশি করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যাবে, ততো দ্রুত কোভিড সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সংক্রমিতদের চিহ্নিত করে 'আইসোলেশনে' বা কোভিড হাসপাতালে পাঠানো সহজ হবে পুরসংস্থার পক্ষে।

জোকা-তারাতলা মেট্রোর লাইন পাতার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বেহালার জোকা-তারাতলা মেট্রো'র লাইন পাতার কাজ। সূত্রের খবর, ছত্তিশগড় থেকে ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে ইস্পাতের লাইন। তাই আগামী ছ'মাসের মধ্যেই চলবে বেহালার মেট্রো রেল, এমনই দাবি কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে, জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত মেট্রো'র স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণের কাজ আপাতত শেষ। এবার এই পথে লাইন পাতার কাজ শুরু হচ্ছে। সূত্রের খবর, এই ন'কিলোমিটার পথের জন্য ইতিমধ্যেই ইস্পাতের লাইন এসে গিয়েছে। এই ১৩০০ মেট্রিক টন (১ মেট্রিকটন = ১০ কুইন্টাল) ওজনের লাইনগুলি আপাতত রাখা হয়েছে হাওড়ার শালিমার ও জোকা মেট্রো ডিপোর কাস্টিং ইয়ার্ডে। এই জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো পথের নির্মাণকারী সংস্থা 'রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড'। টেন্ডার পেয়েছে 'সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার'। এই এলিভেটেড সেকশনে মোট স্টেশন আছে সাতটি- জোকা-ঠাকুরপুকুর কলেজ, শীলপাড়া-বেহালা-বেহালা চৌরাস্তা-বেহালা নতুন বাজার-অজন্তা সিনেমা-মাঝের হাট। আবার একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে করোনা ও লকডাউনের কারণে চলতি বছরে এই এলিভেটেড সেকশনে মেট্রো চলার সম্ভাবনা নেই। আগামী বছর ২০২১-এর মাঝামাঝি নাগাদ চালু হবে। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জোকা শিলান্যাস হয় জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রোর। তৎকালীন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এই শিলান্যাস করেন ভারতের এ পর্যন্ত একমাত্র মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল। উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। ছিলেন আজকের পাঠকপাড়া থেকে দক্ষিণে ১৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার রোডের মাঝখান ঘিরে শুরু মেট্রো রেলের পিলার গড়ার কাজ। শেষটায় বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে জোকা ট্রাম ডিপো পর্যন্ত ট্রাম চলাচল বন্ধ হল ২০১১ সালের ১৪ মে। মেট্রোর কাজ দক্ষিণে আরও প্রসারিত হল।

কেন্দ্র ও রাজ্যের কঠোর সমালোচনায় সুজন চক্রবর্তী

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী: রাজ্যে লক্ষাধিক পরিযায়ী শ্রমিক আছে। শনিবার বিকেলে সিটুর জয়নগর ১ নং এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে জয়নগর থানার ঢোষা কলোনির মোড়ে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ইউনিয়নের ১ম কনভেনশন হয়ে গেল। এই কনভেনশনের মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা ও বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। প্রাক্তন বিধায়ক রাহুল ঘোষ, ছাত্র নেতা অপূর্ব প্রামাণিক সহ আরো অনেকে। এদিন কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক জানান, এরাজ্যে আমরা কোন কাজ না পেয়ে কেরল সহ অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের ফেরার সময় অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এই করোনা ভেতর। কেন্দ্রীয় সরকার ছিনিমিনি খেলেছে আমাদের নিয়ে। খাওয়া ও থাকার জন্য জায়গা পাই নি। সুজন চক্রবর্তী বলেন, আজ কেন পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে কাজ করতে যাবে নিজের রাজ্যে কাজ দিতে ব্যর্থ এই তৃণমূল সরকার। আর এই তৃণমূল সরকারের

হাত ধরেই বিজেপি এখানে এসে রাজ্যের সর্বনাশ করছে। বিজেপি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করছে। কাজের সুযোগ এখন কমে গিয়েছে। যতদিন বামপন্থীরা ছিলো, ততদিন বিজেপি দাঁত ফোটাতে পারেনি এখানে। আর তৃণমূলের হাত ধরেই বিজেপি এখানে এসে সব কিছু শেষ করে দিয়ে গেল। সুজন কঠোর ভাষায় বিজেপি ও তৃণমূলের সমালোচনা করেন এ দিন। এই কনভেনশন মঞ্চ থেকে এদিন জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ধোসা চন্দনেশ্বর অঞ্চলের এস ইউ সি, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে ৮০ টা পরিবার এদিন সিপিএমের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন এবং এদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সুজন চক্রবর্তী। আগামী দিনে তৃণমূলের এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আরো বহু মানুষ সিপিএমে ফিরে আসবেন বলে জানান সুজন চক্রবর্তী।

মিউটেশন-সম্পত্তি করে গতি আনতে ফিরহাদের নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাত কেন দশ বারো বছর ধরে একাধিক চেষ্টা করেও মিউটেশন করাতে পারেননি। কারও মিউটেশন হওয়ার পরও পাঠানো হচ্ছে না সম্পত্তি করের বিল। 'টক টু কেএমসি'তে (শনিবার দুপুর ৩টে থেকে ৪টে) সম্প্রতি মিউটেশন ও সম্পত্তিকর নিয়ে হরদম এমন অভিযোগে কলিকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম একরকম অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন। এ সমস্যা মেটাতে এবার নিয়মিত মিউটেশন ও সম্পত্তিকর নিয়ে আধিকারিকদের কাজের রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ফিরহাদ হাকিম। শীর্ষ আধিকারিকদেরও বিষয়টিতে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। শীর্ষ পুর কর্তাদের একাংশের মতে বরো স্তরের আধিকারিকদের কারও কারও গাফিলতির জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

অ্যাডেড এরিয়াতে এমন অভিযোগ মুহুমুহু আছে। সেই গাফিলতি বন্ধে কলকাতার ১৬টি বরোয় আটকে থাকা মিউটেশন এবং সম্পত্তিকর সংক্রান্ত অভিযোগের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য প্রশাসক। এরই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ, আগামী সাত দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এবং সে তালিকা পুরসংস্তার ওয়েবসাইটে (www.kmcgov.in) তুলে দিতে হবে। কোথায় কোনও সমস্যা হলে নিয়মিত তার আপডেট উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে। কী কারণে মিউটেশন আটকে রয়েছে কোথায় সমস্যা সে সব ওয়েবসাইটে জানাতে হবে। ওয়েবসাইটে তথ্য দিয়ে পুরবাসীকে অবগত করতে হবে। শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, নিচুতলার একাংশের অফিসারের কাজের প্রতি অনীহা এক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিগিভন্ন বাড়ি বা আবাসনের মিউটেশন বাকি পড়ে থাকছে। বিশেষত অ্যাডেড এরিয়ায়।

ন্যাশনাল ওয়েবিনার ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস। সেই দিনটিকে স্মরণে রেখে উত্তরি কলকাতার ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজের বাংলা বিভাগ এবং সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এক ন্যাশনাল ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয় বিকেল ৪টার সময়। বিষয় : 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ'। শুরুতে ভাষণ দেন কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ড. সুবীর কুমার দত্ত। দিনটির তাৎপর্য, বিষয়ের গুরুত্ব এবং বক্তাদের পরিচয় তুলে ধরলেন। প্রথম বক্তা চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চিত্ররূপ' নিয়ে তিনি বক্তব্য রাখলেন। সবাইকে মুগ্ধ করলেন। আলোচিত ছবিগুলির মধ্যে ছিল কাবুলিওয়ালা,

ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, তিনকন্যা, চারুলতা, দৃষ্টিদান, মাল্যদান, নিশীথে, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, স্ত্রীর পত্র, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি। আলোচনার শুরুতে কিছু ছবির স্থির চিত্র দেখানো হয়। 'মাল্যদান' ছবি থেকে ক্লিপিংসও দেখানো হয়। পরবর্তী বক্তা ছিলেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অর্জুনদেব সেনশর্মা। ঘরে বাইরে, চারুলতা, চোখের বালি, কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি ছবিগুলি ধরে তিনি আলোচনা করলেন। ওই কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সুব্রত কুমার মল্লিক ছিলেন এই ওয়েবিনারের মূল উদ্যোগী। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছেন কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবলীনা ভট্টাচার্য, পায়েল নন্দী, রামকৃষ্ণ ঘোষ, তাপসী ঘোষ। শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, উৎসাহী মানুষেরা লিঙ্কের মাধ্যমে এই আলোচক্রে যোগ দিয়েছিলেন।

খানাখন্দ মেরামত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা পুরসভার অন্তর্গত বজবজ টাঙ্ক রোডের একাংশে জরুরি ভিত্তিতে মেরামতির কাজ ২০ আগস্ট থেকে শুরু হল। আমফান ও চলতি বর্ষায় বজবজ টাঙ্ক রোডের জিঞ্জিরা বাজার থেকে মহেশতলার বাটা মোড় প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা বর্ষায় জল জমে 'অ্যাসফল্ট' ভেঙে একাধিক জায়গায় ছোট বড়ো খানা খন্দে লন্ডভন্ড রাস্তাটি বিপদজনক রূপ ধারণ করেছে। নিয়মিত ছোট বড়ো দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য আবুতালেব মোল্লা জানান, কেএমডিএ-এর এই সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা অবিলম্বে মেরামতির জন্য প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এজন্য সিইএসসি থেকে 'রোড রেস্টরেশন' খাতে ১৭ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। আর বাকি টাকাটা পুর তহবিল থেকে দেওয়া হবে। এরই সঙ্গে তিনি জানান, এই সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা আধুনিকরূপে শক্তপোক্তভাবে স্থায়ী রূপে তৈরির জন্য নগরায়ন ভবনে নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরে 'ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর) ১৭ আগস্ট জমা করা হয়। তাতে এক কোটি টাকার 'প্রপোজাল' জমা করা হয়েছে। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আশ্বাস দিয়েছেন, ওই রাস্তাটির নবরূপে পুনস্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, ফান্ড এলে পরে। এদিকে স্থানীয় অটো ও বাস চালকদের থেকে জানা যায়, বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের এই সাড়ে সাত কিলোমিটার অংশের পুরাতন মূল রাস্তাটির ওপর 'সম্প্রীতি উড়ালপুল' তৈরি হয়েছে। তার ফলে উড়ালপুলের দু'পাশে বর্তমান যে রাস্তাটি তৈরি হয়েছে, মোট পুরাতন নালা নর্দমা ফুটপাথের নরম মাটির ওপর পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ডানা মেলেছে। ফলে এই নতুন রাস্তার তলার মাটি নরম হওয়ায় বর্ষায় বসে যাচ্ছে। ছবিঃ অরুণ লোধ

ভেঙে পড়লো জমিদার বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : তুমুল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়লো জমিদার বাড়ি। সোনারপুরে ভেঙে পড়ল বহু পুরাতন জমিদার বাড়ির একাংশ। টানা বৃষ্টিতে বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই ওই বাড়ির একটি অংশ ভেঙে পড়ে। লকডাউনের সকালে সোনারপুর থানার হরিনাভি এলাকার ঘটনা। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এখানে বহু পুরানো নবীন চন্দ্র ঘোষের বাড়ি রয়েছে। এক সময় তিনি এই এলাকার জমিদার ছিলেন। তাঁর দুটি বাড়ি। একটিতে পুজো হয়। অন্যটিতে তাঁর পরিবারের লোকজন থাকতেন। তবে এখন তাঁর বংশধরেরা অনেকেই বিদেশে থাকেন। কেউ কেউ এই বাড়িতে বসবাস করেন। কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল। এদিন ভোররাত থেকেই সেই বৃষ্টি বড় আকার ধারন করেছে। ভোর রাতে বজ্র বিদ্যুৎ সহ তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। আর তাতেই ওই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে। ওই পরিবারের এক সদস্য নন্দিতা ঘোষ জানান, বিয়ের পর থেকে দীর্ঘ ২৬ বছর এই বাড়িতে বসবাস করছি। আগে ও বিয়ের ৩ মাসের মাথায় বাড়ির সামনের দরজার অংশ ভেঙে পড়েছিল। এবার বাড়ির ভিতরের অংশ ভেঙে পড়ল। তবে সেটা চোখের সামনে। এদিন সকালে চা খাওয়ার পর ঘরের বাইরে বের হয়েছি। এমন সময় বাড়ির ভিতরের একটি অংশে শব্দ হতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি করে সেখানে গিয়ে দেখতে পাই ওই অংশটি ভেঙে পড়ছে। চোখের সামনে ওই অংশটিকে ভেঙে পড়তে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি। ছেলেকে ডাকতেও পারি নি। এই বাড়িকে বাঁচানোর জন্য অনেক লড়াই করেছি। তবে এভাবে বাড়ি ভেঙে পড়েত দেখিনি। খুব কষ্ট হচ্ছে। প্রাচীন এই স্মৃতি এ ভাবে হারিয়ে যাচ্ছে দেখে শোকাহত এলাকার মানুষ জন।

আইআইটি খড়গপুরের নতুন কার্ডিও ভাসকুলার যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইআইটি খড়গপুরের একদল গবেষক হৃদরোগের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য অনলাইনে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার একটি পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। গবেষকরা হৃদস্পন্দনে সমস্যা দেখা দিলে তাকে উত্তেজিত করার এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সহায়ক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিল হৃদরোগ। সারা পৃথিবীর ৩১ শতাংশ মৃত্যুই এই কারণে হয়েছে। ভারতে ওই বছর ২৮ শতাংশ মৃত্যুর কারণ ছিল হৃদরোগ।

হৃদরোগের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আন্তর্জাতিক বাজার ২০১৯ সালের হিসাবে ছিল ৪ হাজার ২৬১ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল। ২০২৭ সালে এই বাজার বেড়ে দাঁড়াবে ৭ হাজার ১০৫ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল। এখানে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম-সহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নজরদারির যন্ত্রপাতিও রয়েছে। এর সাহায্যে সেরিব্রো-ভাসকুলার হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক, করোনারি হার্ট ডিজিজ এবং হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের

চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি আসায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বর্তমানে প্রচুর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন।

আইআইটি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষক অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার দাস বলেন, হৃদযন্ত্রের কাজের প্রকৃতি এবং গঠনগত সমস্যার কারণেই এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বেশ জটিল বিষয়। এই কারণে, তাঁরা একটি কৃত্রিম মডেল তৈরি করে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি করছেন। এর সাহায্যে হৃদপিন্ডের ভাল্‌ভ, তার ধমনী ও শিরায় রক্ত সঞ্চালন -সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে। গবেষক দলের অপর সদস্য সুমন্ত লাহা বলেন, তাঁরা প্রাণীদেহের উপরেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টারের অধ্যাপক ইন্দ্রনীল ঘোষ বলেন, এই উদ্ভাবনের ফলে শুধুমাত্র চিকিৎসা প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত গবেষকরাই উপকৃত হবেন না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরাও এই অসুখের চিকিৎসা করার জন্য একটি বাস্তবোচিত ধারণা পাবেন।

এই উদ্ভাবনের জন্য গবেষকরা সিতারে - গান্ধীয়ান ইয়ং টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন পুরস্কার ২০২০'তে সম্মানিত হয়েছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com